তারিখ 21 OCT 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

24

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চতর শিক্ষা

শিক্ষা একটি দেশ ও জাতির বড় শক্তি। শিক্ষাই আলো। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ বা জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জনে যে জাতি যতবেশী সাফল্য অর্জন করেছে সে জাতি ততবেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। কেননা, শিক্ষার উপরই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভরশীল। আর উচ্চতর শিক্ষা মানব জীবনকে উন্নত ও সুগঠিত করে। উচ্চ শিক্ষালাভের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে অনুভব করে এবং কর্মময় জীবনে নিজেকে পরিপূর্ণ সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র নিজের উন্নতির জন্য নয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিসীম ও ব্যাপক, অথচ আমাদের দেশের বর্তমান উচ্চতর শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি যে কি অবস্থার মধ্যে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের দেশে প্রতিবছরই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ভর্তি সমস্যা ও নানাবিধ সংকটজনিত কারণে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদেরকে কর্মজীবনে বেকারত্বের গ্লানি নিয়েই ফিরে আসতে হচ্ছে। এছাড়া আমাদের দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরাও বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আসন সংখ্যা সীমিত, লাইব্রেরী, সেমিনারে পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা ইত্যাদি অন্যতম। বলা বাহুল্য, উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করার নিমিত্তে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সরকার, জনগণ, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক সমাজ সদা সচেষ্ট। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিদ্যাপীঠগুলোতে যেমন কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না তদুপরি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব তা বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিবেশ সেখানে শান্ত ও স্নিগ্ধ; যা উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। পক্ষান্তরে আমাদের উচ্চ শিক্ষার পবিত্র আঙ্গিনায় যেভাবে উপুর্যপরি সন্ত্রাস, হাঙ্গামা অব্যাহত রয়েছে তাতে শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান শিক্ষাজীবনের অপচয় ছাড়াও সেশনজটের মত মারাত্মক দুরবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, সময় থাকতে এব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে উচ্চ শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করতে হবে। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বিশ্বদ্যিালয়ের সীমিত আসন সংখ্যা বর্ধিতকরণ এবং নাইট শিফট চালুকরণের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত করা যেতে পারে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অতিসত্বর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, তা নাহলে দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান